লিগ্যাল এইড্ বা আইনগত সাহায্য ব্যবস্থা

এই সাহায্য ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে কোন নাগরিক যাঁর মোট বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলে পাঁচ হাজার টাকা অথবা শহরাঞ্চলে সাত হাজার টাকা তাঁরা তাঁদের মামলা পরিচালনার জন্য উকিলের ফি সহ মামলার যাবতীয় খরচা বাবদ সরকারী সাহায্য পেতে পারেন। তাঁদের আয় সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট দরকার। পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পৌর সদস্য, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা সদস্য, এম এল এ, এম পি এঁরা যে কেউ সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

আয় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট নিয়ে জেলা শাসক/মহকুমা শাসক/ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অথবা জেলা বা মহকুমা আইনগত সাহায্য অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২১৩৪/৮৬

প্রগতি ও সমৃদ্ধির নয় বছর

পশ্চিম বাংলা এগিয়ে চলেছে এক নতুন পথে

বামফ্রন্ট সরকার ভারতবর্ষে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের এক অগ্রণী ঘাঁটি। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলির সর্বপ্রকার চক্রান্ত এই সরকার ব্যর্থ করেছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায়।

সীমিত ক্ষমতা ও অপ্রতুল আর্থিক সহায়-সম্বলের ওপর নির্ভর করেও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জনকল্যাণ-মূলক কর্মসূচী রূপায়িত ক'রে চলেছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় জনগণের অবস্থার মৌলিক কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক। জাত-পাত, ভাষা বা ধর্মের প্রশ্নে এ রাজ্যের মানুষ কোন অসহিষ্ণু আচরণে লিপ্ত হয়নি। জনগণ স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করছেন।

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি আধুনিক ও বৃহৎ শিল্পের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। বৃহৎ শিল্পের ক্রমবিকাশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিনিয়োগ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা খুবই জরুরী। পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রত্যাশিত সুবিচার পাচ্ছে না। হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যালস কারখানা ও বিধান নগরে ইলেকট্রনিক শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিনিয়োগের প্রত্যাশা করেছিল। বহু টালবাহানার পর কেন্দ্র দুটি ক্ষেত্রেই তাদের হাত গুটিয়ে নিয়েছে। রাজ্য সরকার বে-সরকারি শিল্প সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই কাজগুলি করছে। যৌথ উদ্যোগ ও বে-সরকারি উদ্যোগ উভয় মাধ্যমেই কাজ শুরু হয়েছে। বে-সরকারি বিনিয়োগকারীরা যাতে এ রাজ্যে অধিকতর লগ্নী করেন সেজন্য পরিকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধা দানের দিকে সরকার নজর রেখেছে। কৃষি উৎপাদনে এ রাজ্যের অগ্রগতি বিশেষ আশাপ্রদ। বিদ্যুৎ পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে রাজ্যের শিক্ষা জগতে নৈরাজ্য নেমে এসেছিল। সরকার গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে আন্তরিক প্রচেষ্টা জন সমর্থন লাভ করেছে।

রাজ্য সরকার জনগণের ব্যাপক অংশের গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কাজ করে চলেছে। আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্রমশঃ এগিয়ে চলবেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

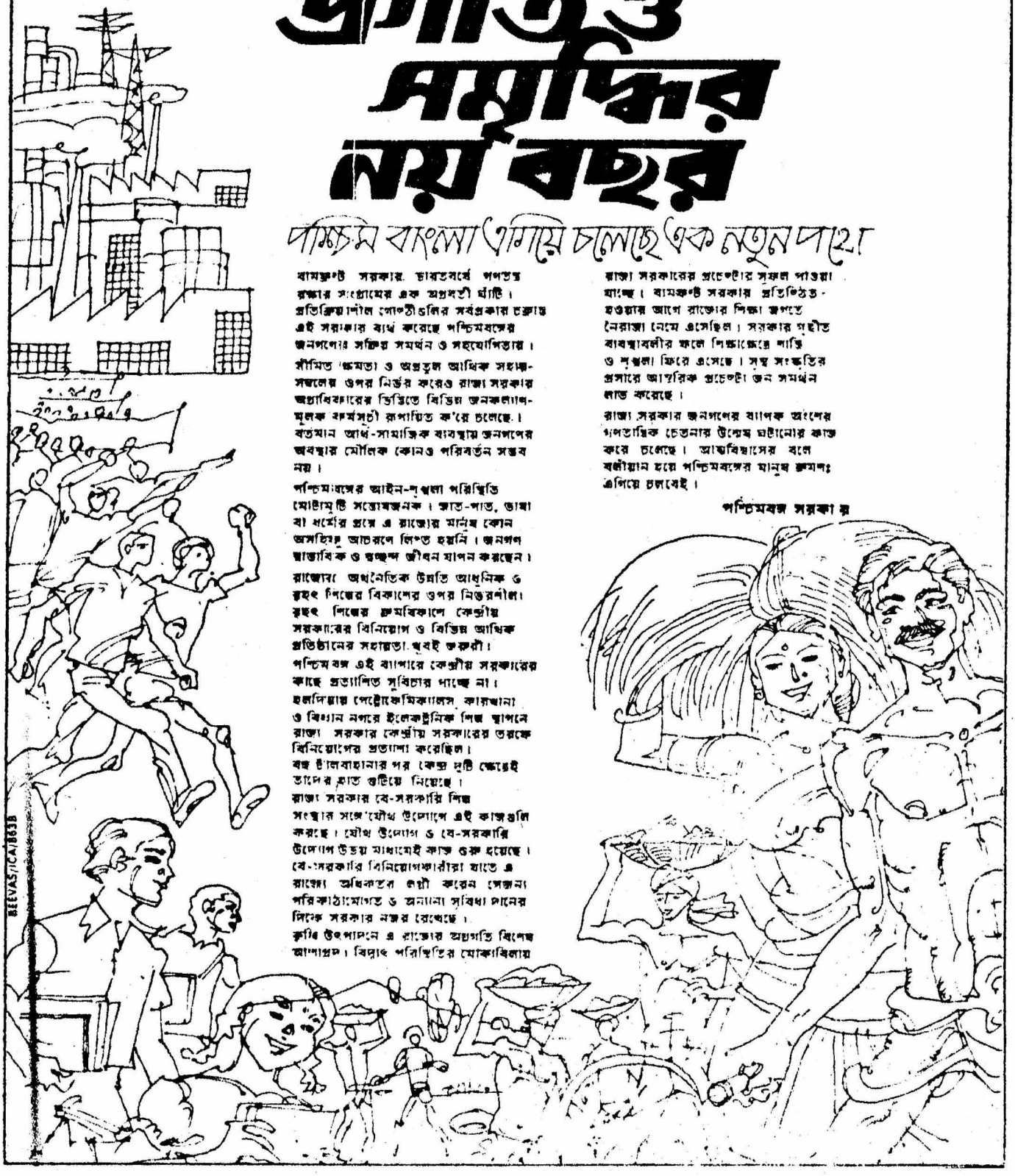

REEVAS/ICA/863B

পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যই নিবন্ধভুক্ত করান

ব্যবহারিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জন্ম বা মৃত্যুর প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন।

● ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির সময়, চাকুরীর দরখাস্তের জন্য, পাশপোর্ট করাবার ক্ষেত্রে, জীবনবীমা করার জন্য জন্মের প্রমাণপত্র লাগবেই।

● ঠিক তেমনি বীমা ও পেনসন সংক্রান্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি ঘটাতে কিংবা সম্পত্তি-ঘটিত দাবীর নিষ্পত্তির জন্য মৃত্যুর তারিখ ও প্রকৃতি সঠিকভাবে প্রতিপন্ন করতে মৃত্যুর প্রমাণপত্র আবশ্যক।

● প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিকটবর্তী রেজিস্টেশন কেন্দ্রে জানাতে হবে।

● শহর হলে পুরসভা বা কর্পোরেশন অফিস এবং গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা রুরাল পাবলিক হেলথ সারকেলে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করাতে পারেন। শহরে জন্মের সাত দিন ও মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে, গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দ দিন ও মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যে তা নিবন্ধভুক্ত করা আবশ্যক।

● সময়মত নিবন্ধভুক্ত করালে সার্টিফিকেটের একটি কপি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

● মনে রাখবেন পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২১৩৫/৮৬

জয়ন্ত শিল্পগোষ্ঠীর নূতন অবদান
আন্তর্জাতিক কারিগরি-বিশ্বমান

গ্লাস শেল্

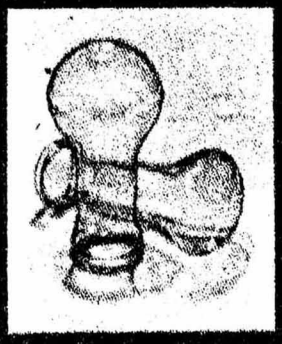

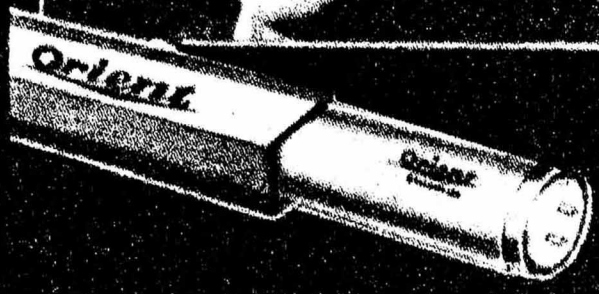

Orient Globe

বাল্‌ব ও টিউব

স্টকিস্ট ঃ ফিরোজ ইলেক্‌ট্রিক স্টোরস্
৪৮, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

Rs. Three Only

Editor : SAROJ MUKHOPADHAYA
Office : Muzaffar Ahmad Bhaban, 31, Alimuddin Street, Calcutta-16